ভোরের কাগজ

তারিখ ... FEB 27 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৫......

৭০

চাটমোহর চন্দ্রনাথ ও শম্ভুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়

শতবর্ষী এ বিদ্যাপীঠের আজ করুণ অবস্থা

আব্দুর রাজ্জাক জাকি, চাটমোহর থেকে : জেলার এক প্রাচীন বিদ্যাপীঠের নাম চাটমোহর চন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথ ও পার্শ্বডাঙ্গার জমিদার বাবু শম্ভুনাথ এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬১ সালে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা অতি করুণ। অর্থাভাবে এর সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ করা যাচ্ছে না।

এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে এক মজার ইতিহাস। ১৮৬১ সালে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করলে এ ব্যাপারে একটি সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন পাবনা জেলা কালেক্টর। সভায় অভ্যাগতদের মধ্যে কালেক্টর বললেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় অর্থ কে দেবে? সে সময় কার্যোপলক্ষে পার্শ্বডাঙ্গার জমিদার বাবু শম্ভুনাথ চাটমোহরে আসেন এবং সভায় লোকজনের উপস্থিতি দেখে সেখানে যান। সবকিছু শুনে তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সভায় জমিদারের নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর শুরু হয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ।

তখন নাটোরের মহারাজা ছিলেন রাজা চন্দ্রনাথ। প্রভাব প্রতিপত্তি পার্শ্বডাঙ্গার জমিদারের চেয়ে নাটোরের মহারাজা অনেক এগিয়ে।

পার্শ্বডাঙ্গায় জমিদার কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি নাটোরের মহারাজার আতে লাগে। তিনি তার প্রভাব খ্যাতি আরো ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আরেকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম রাখেন 'চন্দ্রনাথ বিদ্যালয়'। এ দুই বিদ্যালয়ের মধ্যে তখন শুরু হয় রেষারেষি। নাটোর রাজের লোকজন শম্ভুনাথের এ বিদ্যালয়টিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। এরকম ঘটনা ঘটে ছয়-সাত বার। অবশেষে বিদ্যালয়ের কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য জমিদার শম্ভুনাথ তার বৈঠকখানাকে ছেড়ে দেন এবং পুড়ে যাওয়া বিদ্যালয়ের জায়গায় একটি 'ইউ' আকারের পাকা ভবন নির্মাণ শুরু করেন। সে সময়ের এলান করা ছিল নাটোর রাজের অনুমতি ছাড়া কেউ কোনো ভবনের ছাদ ঢালাই করতে পারবে না। বিদ্যালয় নির্মাণ শেষ হলে নাটোর রাজ আদালতের মাধ্যমে এর ছাদ ঢালাইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করানোর উদ্যোগ নেন। এ সংবাদ শুনে জমিদার শম্ভুনাথ পাবনা সদরে গিয়ে নিষেধাজ্ঞাটি একদিন পর জারির ব্যবস্থা করেন। ফিরে এসে প্রচুর রাজমিস্ত্রি ও জনবলের সাহায্যে এক রাতেই ছাদ ঢালাই সমাপ্ত করেন। নিষেধাজ্ঞা পৌঁছার আগেই এ কাজ শেষ হয়। এ খেলায় হেরে যান নাটোর রাজ।

পরে এ নিয়ে যাতে আর দ্বন্দ্ব না হয়, যাতে দুটো বিদ্যালয়েই শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকতে পারে সেজন্য তখনকার পাবনা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই.জি.ক্রিক ও জলপাইগুড়ির রেঞ্জ ইন্সপেক্টর অফ স্কুল মিঃ ব্যানার্জী ১৯২৯ সালের ১৪ জানুয়ারি চাটমোহরে আগমন করেন। তারা দুই বিদ্যালয়কে একীভূত করে পাকা ভবনে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

এ সময় বিদ্যালয়ের নামকরণ নিয়ে বাধে আরেক ঝামেলা। জমিদার শম্ভুনাথের দাবি, যেহেতু বিদ্যালয়টি তার অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু তার নামেই বিদ্যালয়ের নাম হবে। এতে বাধ সাধেন নাটোর রাজ। বঙ্গেশ্বর তিনি। তদুপরি ব্রাহ্মণ। শেষে ডিএম ক্রিক এক কৌশল করে উভয়ের নাম যাতে থাকে বিদ্যালয়ে সে ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, নাটোর রাজ বংশ মর্যাদায় ব্রাহ্মণ আর জমিদার শম্ভুনাথ সাহা। সেজন্য প্রস্তাবটি মেনে নেন। উভয়ের সম্মতির ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট ক্রিক বিদ্যালয়ের নাম রাখেন চাটমোহর রাজা চন্দ্রনাথ ও বাবু শম্ভুনাথ উচ্চ বিদ্যালয়।